অস্বাভাবিক ভাবনা – ৯

সংশয়-ই বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার একমাত্র চাবিকাঠি। However, there is no short-cut way in science! It does progress step-by-step. It does evolve little-by-little!

If there is any religion, name Islam, it MUST be based on the Qur'an ALONE. The World ought to know by now that the so-called "authentic" traditional Hadiths has nothing to do with Islam in rational sense. The traditional Hadiths can only be treated as some historical evidences and some extra sources. When a person talks about Islam, he/she must talk in the light of Qur'an ALONE. None should amalgamate the Qur'an and the traditional Hadiths all together. Everybody should discuss/criticize Qur'an, Muhammad, and Islam based on the Qur'an ALONE. A lot of problems and misconceptions, which tend to engulf our society day-by-day, could easily be solved in this realistic way.

I Challenge ALL to show some terrorists, suicide bombers, and zealot Mullahs who do NOT believe in the 'traditional Hadiths' and the 'traditional Sharia Laws' but may believe in the Qur'an ALONE. Can anyone refute this challenge? If not, then ...

The Roots of all sorts of Terrorism, Extremism, Barbarism, Suicide bombing, Insanity, Madness, Backwardness, Death Threat on the Apostates, etc are revealed; which are the traditional Hadiths, traditional Sharia Laws, Palestine-Israel conflict, Middle East problems, and Geo-Politics; NOT the Qur'an. This is a rational and realistic challenge, as it is refutable. Anybody can try.

মুসলিমদের কিছু কিছু **Stumbling Blocks** এর আগের লেখাগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে। সবচেয়ে বড় **Stumbling Block** গুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে সবকিছুর আরবী টার্ম ব্যবহার করা! আরবদের জন্য আরবী টার্ম তো ঠিকই আছে, কারণ আরবী তাদের মাতৃভাষা। কিন্তু নন্-আরবদের জন্য আরবী টার্ম অবশ্যই কন্‌ফিউজিং (Confusing)! কখনও কখনও পুরো অর্থ-ই বদলে দেয়। এখানে কয়েকটি টার্ম আরবী-বাংলা-ইংরেজীতে পাসাপাসি তুলে ধরছিঃ

আল্লাহ্ - **স্রষ্টা/ঈশ্বর** - **The God**
ইসলাম - **শান্তি** - **Peace**
ইসলাম ধর্ম - **শান্তির ধর্ম** - **Religion of peace**
মুসলিম - **শান্তিপ্রিয় ব্যক্তি** - **Peaceful person** (*যে শান্তিপ্রিয় না, সে তো মুসলিম হতে পারে না!*)
নামাজ/সালাত - **প্রার্থনা** - **Prayer**
রোযা - **আত্মসংযম** - **Fasting**
যাকাত - **গরীবের হক্** - **Poor tax** (*মুসলিম বিশ্বের মিলিয়নেয়ার-বিলিয়নেয়ার'রা ঠিকমত যাকাত দিলে একজন গরীবও থাকতো কি?*)
কোরান - **পড়া** - **Reading**
মাদরাসা - **বিদ্যালয়** - **School**

আমরা কি পারিনা সবকিছুর বাংলা অথবা ইংরেজী টার্ম ব্যবহার করতে? আসুন না, আগামীকাল থেকেই শুরু করা যাক? বাংলাদেশে 'মাদরাসা' বলতে যেখানে শুধুই আরবী পড়ানো হয় সেই সব প্রতিষ্ঠানকেই বুঝানো হয়! আগামীকাল থেকে যদি উপরের মাত্র কয়েকটা টার্মের বাংলা ব্যবহার শুরু করা হয় তাহলে অনেক ভ্রান্ত ধারণার (Misconception) এমনি এমনি অবসান হবে। প্রচলিত মাদরাসাগুলোর একটাও থাকবে না। সবগুলোই সাধারণ বিদ্যালয় হয়ে যাবে এবং সাধারণ বিদ্যালয়ের ক্যারিকুলাম ফলো করতে হবে। সুইসাইড বোম্বারদের উৎস অটোমেটিক্যালি ভ্যানিস হয়ে যাবে! ***খালেদা, হাসিনা, নিজামী, সাইদী, আমিনী, চরমোনাই পীরেরা কি তা হতে দেবে?***

রহিম করিমের মাথায় কৌশলে কিছু গারবেজ ছেড়ে দিয়ে তাকেই আবার উপহাস করে বলছে, ''হেই, তোর মাথায় গারবেজ ... হাহ্ হা!''। আর রহিমের সাথে উপহাস সেসানে যোগ দিয়েছে হাজারো যদু-মদু-কদু! যে যা-ই বলুক না কেন, 'প্রচলিত ইসলাম ধর্মের' ক্ষেত্রে এই সত্যের আভা আজ দিনের আলোর মতো পরিস্কার। যদিও বাস্তব জগতে কোন কিছুই সমালোচনার উর্ধে নয়, তথাপি কোরান-ভিত্তিক ইসলাম এবং (কোরান+হাদিস+শারিয়া)- ভিত্তিক ইসলামের মধ্যে যে 'পার্থক্য' সেটা থেকে যে কোন সুস্থ্য মানুষের বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা না আমি আসলে কি বুঝাতে চাচ্ছি, যদি কেহ অনেষ্টলি বোঝার চেষ্টা করে।

বলা হয় যে খৃষ্টানরা খুব ভালো মানুষ, কারণ তারা বাইবেলের আক্ষরিক প্রয়োগে বিশ্বাসী না। খুবই সত্য কথা। আই অল্সো স্যালিউট দেম্। কিন্তু যখন কিছু মুসলিম একই কথা বলছে, যখন তারা এ-ও বলছে যে তারা হাদিস ও শারিয়া আইন মানে না (কারণ এগুলো ধর্মের কোন অবিচ্ছেদ্য অংশও নয়); তখন বলা হচ্ছে ''You are not a true Muslim!'' কিন্তু কেন? খৃষ্টানদের এ কথা বল বলা হচ্ছে না কেন? তারা সব্বাইকে ফুল-মোল্লা (True Muslim?) বানিয়েই তবে ছাড়বে নাকি! ফুল-মোল্লা হওয়ার জন্য নাকি কোরান, হাদিস ও শারিয়া আইনের প্রত্যেকটি কথা অক্ষরে-অক্ষরে পালন করতে হবে (মনে হচ্ছে তারা দাড়ি-টুপি-আলখেল্লা সর্বস্ব প্রচলিত ফুল-মোল্লাদের দেখে বিভ্রান্ত!)! ***তবে যেটাই হোক না কেন, মানুষ যদি ইভোলুশন (Evolution) পদ্ধতিতে ধীরে ধীরে কিছু কিছু ক্ষতিকর বিশ্বাসকে মাথা থেকে সরাতে পারে তাহলে ক্ষতি কি? তাদের বাধা দেওয়ার বা তাদেরকে নিয়ে উপহাস করার তো কোন কারণ দেখিনা। তার মানে কি তারা বিবর্তনবাদে বিশ্বাস করে না?*** তার মানে কি তারা চায় যেঃ

-প্রতিটি মুসলিম একেক জন ফুলমোল্লা হোক এবং প্রতিদিন মুরতাদদের বিরুদ্ধে কল্লাকাটা ফতুয়া দিক?
-নন্-মুসলিমদের বিরুদ্ধে জিহাদের হাঁক দিক?
-টেররিষ্ট হোক?
-সুইসাইড বোম্বার হোক?
-নারীদের উপর ষ্টীম-রোলার চালাক?

আর এই বিষয়গুলোই তাদের আবারঃ

-লিখার খোরাক যোগাক?
-তারা এগুলো নিয়ে দিন-রাত উপহাস করুক?
-বাঁদর নাচুক?
-বাঁদর নাচাক?

আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটা কিন্তু সেরকমই মনে হচ্ছে! তাহলে তো আমাদের উচিৎ টেররিষ্টদের ধন্যবাদ জানানো! লং লিভ টেররিষ্ট! মনে মনে হয়তো অনেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেও! কারণ, জিলট মোল্লা, টেররিষ্ট ও সুইসাইড বোম্বাররা অনেকেরই লিখার খোরাক যোগাচ্ছে! নাকি 'হাদিস' ও 'শারিয়া আইন' সম্পূর্ণ বাদ দিলে ইসলাম ধর্মের যে মানবিক একটি ইমেজ তৈরী হবে (*মানুষের কল্যাণের জন্য*) সেটা ভেবে তারা চিন্তিত (Worried)! তাহলে কি তারা মানবতার বিরুদ্ধে! কি জানি ছাই, কিসসু বুঝিনা!

> "Christianity, although a myth, is essentially a religion of peace and love. There have been bad Christians who have done terrible things, but don't blame Christianity for that. There are also good Muslims, but you should not credit Islam for them. All religions are essentially good, Islam is essentially evil. Only a fool would put Islam in the same category of other religions. You can find beauty in all religions, except in Islam." - Ali Sina

Ali Sina doesn't want to give any credit to Islam and Muhammad. Who can be more blind, zealot and hateful than him?

আলী সিনার সূক্ষ্ম ট্রিক্স দেখুন। খারাপ খৃষ্টানদের জন্য খৃষ্টানিটিকে দায়ী করা যাবে না। যেন মামার বাড়ির আবদার! কিন্তু ভালো খৃষ্টানদের কথা ওনি চেপে গেছেন! আবার একেবারে চেপেও যান নাই, অত্যন্ত কৌশলে ওনার প্রথম আয়াতে জানিয়েও দিয়েছেন! যেখানে Dr. Anis Shorrosh, Dr. D. Bishop, Dr. D. Woodberry, Dr. H. Voglaar, Dr. G. Archer, Dr. R. Douglas, Dr. J. Pawlikowski, Dr. Lois Livezey, Sr. Jean Hughes-দের মতো বিশ্ববিখ্যাত স্কলাররা 'বাইবেল গডের ওয়ার্ড', 'যিশু খৃষ্ট গড' ইত্তাদি প্রমাণে ব্যস্ত; সেখানে আলী সিনার খৃষ্টানিটিকে কৌশলে 'মিথ' বানিয়ে দেওয়ার রহস্যটা কি? খৃষ্টানিটিকে 'মিথ' বা 'ডেড্ হর্স' বানিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব তাকে কে দিয়েছে? আলী সিনা স্বঘোষিত পোপ হয়ে এ দায়িত্ব পালন করছে নাকি?

-যে ধর্মে সাধারণ মুরতাদদের পাথর মেরে হত্যার কথা বলা থাকে;
-যে ধর্মে মাথার চুল না ঢাকার জন্য নারীদের অত্যন্ত হেয় (Ridicule) করা হয়;
-যে ধর্মে ডাইনীদের নির্মমভাবে হত্যার কথা বলা থাকে;
-যে ধর্মে এ্যাডালটারারদের নির্দয়ভাবে পাথর মেরে হত্যার কথা বলা থাকে;
-যে ধর্মে "Don't think that I came to send peace on the earth. I didn't come to send peace, but a sword. For I have come to put a man against his father, and the daughter against her mother, and the daughter-in-law against her mother-in-law" এরকম ভয়ঙ্কর এবং হেটফুল কথা পর্যন্ত লিখা থাকে; যে ধর্মে ..... যে ধর্মে ..... যে ধর্মে ..... **Are these Beauty?**

সেই ধর্ম-ই আবার কিভাবে 'Religion of peace and love' হয় সেটা কিন্তু কোনভাবেই আমার মাথায় আসেনা! কেহ ব্যাখ্যা করবেন কি? যে লোক কোরানের মাত্র গোটা কয়েক ভায়োলেন্ট আয়াত নিয়ে এতোটাই সোচ্চার, এতোটাই আউটরেজিয়াস; সেই লোকই যখন আবার প্রকাশ্যে হাজার-হাজার মানুষের হত্যাকান্ডকে নগ্ন সমর্থন দেয় তখন তার মতিগতি নিয়ে যে কোন সুস্থ্য মানুষের মনে প্রশ্ন জাগাটাই স্বাভাবিক। ওনি ইসলাম ধর্মকে 'ফক্কা' বানানোর যে প্রজেক্ট হাতে নিয়েছেন, তাতে আমি অন্ততঃ কোন সমস্যা দেখি না। ইসলাম ধর্মকে অবশ্যই স্ক্রুটনির মুখোমুখি হতে হবে। এবং ওনি সাকসেসফুল হতে পারলে তো ভালোই। কিন্তু ধর্মব্যবসায়ীদের মতো ইসলাম ধর্মকে 'সস্তা টুল' বানিয়ে ওনি যা শুরু করেছেন সেটা কি মানুষ দেখছে না! মানুষ কি এতোটাই অন্ধ!

হ্যাঁ, বেশীরভাগ খৃষ্টান-ই পিসফুল এবং লাভেবল সন্দেহ নেই (আই স্যালিউট দেম), কিন্তু আলী সিনার লজিক অনুযায়ী এর জন্য খৃষ্টানিটি তো কোন ক্রেডিট পাওয়ার কথা না। *কারণ, উপরের ভার্সগুলি আক্ষরিক অর্থে মেনে চললে কোন খৃষ্টান-ই আর পিসফুল এবং লাভেবল থাকবে না!* প্রত্যেকেই মনস্টার হয়ে যাবে! আলী সিনা যদি শুধুই ইসলামের বিরুদ্ধাচারণ করে যেত তাহলে অন্য কথা ছিল, কিন্তু পাসাপাশি আবার অন্য একটি ধর্মকে 'Religion of peace and love' বানানোর 'গুরু রহস্যটা' কি?

> "Don't think that I came to send peace on the earth. I didn't come to send peace, but a sword. For I have come to put a man against his father, and the daughter against her mother, and the daughter-in-law against her mother-in-law" -**Matthew** 10:34-35

বুশ সাহেব নিজেই বলেছেন ওনি গডের নির্দেশ পালন করছেন। বাইবেলের উপরোক্ত আয়াতের ব্যাসিসে হিরোশিমা, নাগাশাকি, ভিয়েতনাম, আফগানিস্থান, ও ইরাক সহ আরো অনেক জায়গাতে নারী-শিশু সহ লক্ষ-লক্ষ মানুষের হত্যাকান্ডের জন্য আমি বাইবেলের উপরোক্ত আয়াতকে দায়ী করছি। কেহ খন্ডন করতে পারলে করুন! কিছু 'লোক' বলে "আহ্ তুমি জানো না! তারা তো আর ধর্মের নামে মানুষ হত্যা করছে না! এগুলি সব জিও-পলিটিক্স"। Seems like, it's OKAY to kill people in the name of geo-politics; but the same is NOT OKAY in the name of religion! What can be more ridiculous than this! It must be an utter insult to the innocent victims!

"সাগর নামের এক দুর্বিত্ত গভীর রাতে বিপ্লবদের বাসায় হানা দিয়ে বিপ্লব ও তার ওয়াইফকে পিস্তলের মুখে হাত-পা বেঁধে রেখে দামী সব জিনিসপত্র বাসা থেকে বের করে গাড়ীতে উঠিয়ে দিয়ে বিপ্লবের ওয়াইফের উপর কু-কাম চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে ঝাঁপিয়ে পড়া মাত্র কোন রকমে হাত-পায়ের বাঁধন খুলে **বিপ্লব সাগরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে হত্যা করে**।"

যদি প্রশ্ন করা হয়, উপরের ঘটনাটিতে প্রকৃত অপরাধী কে? উত্তর আসবে, নিঃসন্দেহে সাগর। কিন্তু কেহ যদি বিপ্লবকে অপরাধী বানাতে চায় সেক্ষেত্রে কি করতে হবে? খুবই সহজ! শুধু **রেড** অংশটা কোট করলেই হবে! অর্থাৎ, '**বিপ্লব সাগরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে হত্যা করে**'। দেখলেন তো, কত্ত সহজে বিপ্লবকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলানো সম্ভব! একেই সম্ভবত বলে 'আউট্ অব্ কন্‌টেক্স'। একটি উদাহরণ মাত্র।

অনুগ্রহ করে নীচের আয়াত কয়টি ভালো করে পড়ে নিনঃ

60:7. It may be that Allah will grant love (and friendship) between you and those whom ye (now) hold as enemies.

60:8. Allah forbids you not, **with regard to those who fight you not for (your) Faith nor drive you out of your homes**, from dealing kindly and justly with them.

60:9. Allah only forbids you, **with regard to those who fight you for (your) Faith, and drive you out of your homes, and support (others) in driving you out**, from turning to them (for friendship and protection).

5:51. O ye who believe! **take not the Jews and the Christians for your friends and protectors**.

5:57. O ye who believe! **take not for friends and protectors those who take your religion for a mockery or sport**,- whether among those who received the Scripture before you, or among those who reject Faith.

ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না (Self-explained)। যে কোন সুস্থ্য মস্তিস্কের মানুষ পড়লেই বুঝতে পারবে কি বুঝানো হচ্ছে। কিছু স্পেশাল কেস (Special case) ছাড়া কাউকেই বন্ধু এবং গার্ডিয়ান হিসেবে নিতে নিষেধ করা হয়নি। স্পেশাল কেসগুলিও পরিস্কার করে বলে দেওয়া হয়েছে। এ'রকম আরো দু-চারটি আয়াত থাকতে পারে, তবে অর্থ একই। অর্থাৎ, *'ওমুক-তমুকদের বন্ধু এবং গার্ডিয়ান হিসেবে নিওনা'*। কিন্তু কেন? উত্তরটাও উপরের আয়াতগুলিতে অত্যন্ত স্পষ্ট। এই আয়াতগুলিতে কিন্তু কোনভাবেই সর্বকালের সকল জিউস, খৃষ্টান, বা নন্-বিলিভারদের ঢালাওভাবে বুঝানো হয়নি! অথচ, শুধুই আয়াত **5:51** কোট করে বিশ্ব জুড়ে প্রচার করা হচ্ছে সম্পুর্ণ ভিন্ন সিনারিও! এর উদ্দেশ্যটা কি? আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হচ্ছে এই আয়াতগুলির কোথাও কি সামান্য ইঙ্গিত দিয়েও তাদেরকে ঘৃণা করার কথা বলা আছে? (বরং বিপরীতটা-ই বলা আছে।) ***যদি না থাকে, তাহলে এই 'ঘৃণা' নামক (অপ)প্রচার করে বিশ্ব জুড়ে মানুষে-মানুষে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়ার মানেটা কি?***

কাউকে বন্ধু এবং গার্ডিয়ান হিসেবে না নেওয়া মানে কি তাকে ঘৃণা করা বুঝায়? সবাই কি সবার বন্ধু এবং গার্ডিয়ান হতে পারে? তা কিন্তু মোটেও সম্ভব নয়! একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিস্কার হবে মনে হয়। কামরান মির্জা সাহেব মুশফিক প্রধান সাহেবকে অথবা মুশফিক প্রধান সাহেব কামরান মির্জা সাহেবকে কি কখনও বন্ধু এবং গার্ডিয়ান হিসেবে নেবে? (আপনারা কিছু মনে করবেন না, প্লিজ।) সাথে সাথে পৃথিবীটা উলটোদিকে ঘোরা শুরু করবে না কি?! তার মানে আইডিওলজিক্যাল পার্থক্য থাকায় তারা কি একে-অপরকে ঘৃণা করে? আমি কিন্তু তা মনে করিনা। সেটাই স্বাভাবিক, নয় কি? তবে ওনাদের কেহ যদি আমার সাথে দ্বিমত পোষণ করেন সেক্ষেত্রে ওনাদের-ই দায়িত্ব পাঠকদের জানিয়ে দেওয়া। সবচেয়ে বড় কথা হইলো আয়াতগুলিতে ঘৃণা করার কথা বলা হয়নি তো! যদিও কোরান সহ যে কোন গ্রন্থকেই '**As A Whole**' বিবেচনা করতে হবে, তথাপি উপরোক্ত আয়াতগুলিতে মক্কী-মাদানীরও কোন ফাঁক-ফোঁকড় নেই কিন্তু; কারণ, সবগুলি আয়াত-ই মাদানী সুরা থেকে নেওয়া হয়েছে! আউট্ অব্ কন্টেক্স - কথাটা যে এক্কেবারে মিথ না, সেটা অনেকবারই প্রমাণিত হলো!

পাঠক, উপরের আয়াতগুলো মাথায় রেখে এখন নীচের গোটা দুয়েক আয়াত দয়া করে পড়ুন এবং দেখুন ওভারঅল জিউসদের কত উপরে স্থান দেওয়া হয়েছে। অথচ, র‍্যানডমলি কিছু আয়াত কোট করে বিশ্বজুড়ে গালিবল মানুষদের মধ্যে AIDS-এর চেয়েও ভয়ংকর বিষ ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, যে বিষের ভ্যাক্সিন আবিস্কার করতে আরো কত যুগ যে লাগবে কে জানে! যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে 'কিছু আয়াত' কোট করে যেভাবে জিউসদের বিরুদ্ধে ঢালাওভাবে একপেশে ঘৃণা ছড়ানো হচ্ছে সেটা কোরান থেকে অ-নে-ক দূরে।

> **2.47.** Children of Israel! call to mind the (special) favour which I bestowed upon you, and that I preferred you to all other (for My Message).
>
> **44.32.** And We chose them (the Children of Israel) aforetime above the nations, knowingly.

নিজেই কিছুটা জানতাম, কিছু স্কলারের লেখা থেকে আরো নিশ্চিৎ হলাম যে, কোরানে (এমনকি হাদিসেও) 'শারিয়া আইন দিয়ে দেশ পরিচালনা করতে হবে' এরকম কিছুর অস্তিত্ব নেই। তাই যদি হয়, সেক্ষেত্রে 'ইসলামীক রাষ্ট্র', 'পলিটিক্যাল ইসলাম', 'শারিয়া আইন' এই টার্মগুলি নিছক-ই মিথ এবং এগুলো আবিস্কার করা হয়েছে শুধুই পলিটিক্যাল উদ্দেশ্যে। পলিটিক্যাল নেতা এবং ধর্মব্যবসায়ীদের

দেখলেই উদ্দেশ্যটা বোঝা যায়! ধর্মের সাথে এসবের সম্পর্ক খুঁজতে যাওয়া অবান্তর। ঘরের মধ্যে হাতি রেখে পিপড়ার গর্তে হাতিকে খোঁজার মতো অবস্থা হবে!

আজ থেকে ১৪০০ বছর বা তার আগে হয়তো এখনকার মতো দেশে দেশে লিখিত কনস্টিটিউশন (Constitution) ছিলনা। একটি দেশ বা সমাজ পরিচালনা করতে হলে কিছু আইন-কানুনের অবশ্যই দরকার হয়। আইন-কানুন ছাড়া কোন দেশ বা সমাজই চলতে পারে না। ফলে সেই সময় হয়তো ধর্মগ্রন্থের কিছু-কিছু নিয়ম-কানুন দিয়ে সমাজ পরিচালনা করা হয়েছে। কিন্তু এখন প্রত্যেকটি দেশেই লিখিত আইন-কানুন আছে এবং সে অনুযায়ীই দেশ পরিচালনা করা হয়। সুতরাং, এখনকার প্রেক্ষাপটে 'শারিয়া আইন' দিয়ে দেশ বা সমাজ পরিচালনা করার কোনই দরকার নেই। যারা দরকার আছে দরকার আছে বলে চিৎকার করছে তারা সব্বায় ধর্মব্যবসায়ী অথবা ধুরন্ধর পলিটিশিয়ান। ধর্মব্যবসায়ী বা পলিটিশিয়ান ছাড়া সাধারণ মানুষের জন্য শারিয়া আইনের কোনই দরকার নেই। বরং সাধারণ মানুষের জন্য এ এক অভিশাপ! এই চরম সত্য আজ কৃষ্টালের মতো পরিস্কার।

আমি আবারো *অত্যন্ত জোরালো* ভাবে বলছি - নোংড়া মন্-মানসিকতার উগ্রবাদী ধর্মব্যবসায়ী/ ফতুয়াবাজ যদি না থাকতো; প্রচলিত হাদিস ও প্রচলিত শারিয়া আইন যদি তৈরী করা না হতো; প্রচলিত মাদরাসা সিস্টেম যদি না থাকতো; এবং বাজারে যদি মোক্‌চেদুল মোমেনিন, কাঁচাচুল আম্বিয়া, বেহেচ্‌তী জেওর, জিহাদের চটি বই-পুস্তক, অডিও-ভিডিও ক্যাসেট ইত্তাদি না থাকতো; সেক্ষেত্রে আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি - তসলিমা নাসরিন, ডঃ হুমায়ূন আযাদ, আলী সিনাদের জন্মই হতো না (আইডিওলজিক্যালি)। সবাইকে বিষয়টি মুক্তমনে ভেবে দেখার অনুরোধ করবো এবং সে অনুযায়ী নিজেদের চিন্তাভাবনাকে শাণিত করারও অনুরোধ করছি, যদি সম্ভব হয়।

যাদের 'বিনাইন' এবং 'ম্যালিগন্যান্ট' টিউমার সম্বন্ধে আইডিয়া আছে তারা ব্যাপারটা ভালো বুঝবেন। ধরা যাক, বাইবেল এবং কোরান আলাদা আলাদা দুটি টিউমার। যারা শুধুই বাইবেল অথবা কোরান নামের যে কোন একটি টিউমার ধারণ করে আছে, তারা কোনভাবেই ভায়োলেন্ট/হেটফুল হচ্ছে না; বরং তারা আর দশ জন মানুষ থেকে ভালোই। সুতরাং, বাইবেল এবং কোরান নামের টিউমার দুটি শুধু যে 'বিনাইন' তা-ই নয়, পাসাপাসি ভালো কিছু হিসেবেও কাজ করছে। *কিন্তু যখনই কোরান নামের টিউমারের সাথে 'হাদিস' ও 'শারিয়া আইন' যোগ করা হচ্ছে তখনই টিউমারটি 'ম্যালিগন্যান্ট' হয়ে যাচ্ছে (আবারো চ্যালেঞ্জ দেখুন)!* অর্থাৎ, এক্ষেত্রে 'হাদিস' ও 'শারিয়া আইন' খারাপ প্রভাবক হিসেবে কাজ করছে! আশ্চর্য্য মনে হয় না! কেহ কি বিষয়টি নিয়ে এভাবে ভেবেছেন কখনও?

সবাইকে ধন্যবাদ।

রায়হান

ahumanb@yahoo.com